রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৫ সনের ২৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১০, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৩৩—৫৪৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯০১—৯৩৫
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯১৭—৯৩৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৫
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) .... .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/২২ মে ২০২৫

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৮.২৫–১৩৬—যেহেতু, জনাব মোঃ সাঈফ আহমেদ নাসিম (১০৯২৩০৫২), উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মিরপুর, কুষ্টিয়া এর বিরুদ্ধে বৈশাখী নিউজ এর ফেইসবুক পেইজে প্রচারিত কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়রকে ক্ষমতায় রাখার প্রচেষ্টার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতি বিবেচনায় জনস্বার্থে তাকে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) এর বিধান মোতাবেক জনাব মোঃ সাঈফ আহমেদ নাসিম উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, মিরপুর, কুষ্টিয়া-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

১। সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) ও অন্যান্য আইনানুগ সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কে, এম,আলী নেওয়াজ
অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্বে)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০৩.১৭–২৭০—আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ২৪ মার্চ ২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং: ৫৩.০০.০০০০. ৩১১.৪০.০০৩.১৭–১৫৬ এর মাধ্যমে গঠিত বিদেশে পাচারকৃত

সম্পদ বাংলাদেশে ফেরত আনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স সরকার নিম্নরূপে পুনর্গঠন করলো:

সভাপতি

(০১) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

সদস্যবৃন্দ

(০২) প্রধান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)

(০৩) জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৬) আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৭) দুর্নীতি দমন কমিশন–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৮) অপরাধ তদন্ত বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(০৯) এটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(১০) কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(১১) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

সদস্য–সচিব

(১২) বিএফআইইউ–এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(খ) টাস্কফোর্স এর কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ হতে বিদেশে পাচারকৃত অর্থ বা সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তদন্তে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা প্রদান;
- পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারে দায়েরকৃত মামলাসমূহের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা ও তা দূরীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ বাংলাদেশে ফেরত আনার উদ্যোগ গ্রহণ;
- জব্দ বা উদ্ধারকৃত সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশ, বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ, তথ্য আহরণ; এবং
- পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন।

গ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং কোন দেশি–বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধি বা বিশেষজ্ঞকে সভায় উপস্থিত হওয়াসহ বিশেষজ্ঞ মতামত/পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ করতে পারবে।

ঘ) প্রধান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) টাস্কফোর্সের কার্যাবলি সমন্বয় করবেন এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) টাস্কফোর্সকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

ঙ) এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৬ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৫.১১৫—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	দহের পাড়া	৭২	১০৩	০১	জামালপুর সদর	জামালপুর
০২	বখুঞ্জা	১০৭	৯৪৮	০২	জামালপুর সদর	জামালপুর
০৩	পাবই	১০৯	৫৪৭	০১	জামালপুর সদর	জামালপুর
০৪	চক চরসী	১১৯	৬৫	০১	জামালপুর সদর	জামালপুর
০৫	কলাবাধা	১৩৮	৩৮৩	০১	জামালপুর সদর	জামালপুর

তারিখ: ৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৪.২৪.১২২—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) **এর ১৪৪(৭) ধারা এবং** Tenancy Rules, 1955 **এর** 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নং	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	আউসনারা	২৩৫	৩০০১	০৬	মধুপুর	টাঙ্গাইল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
যুগ্মসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
রপ্তানি–৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/৪ জুন ২০২৫

নং ২৬.০০.০০০০.১০২.১৫.০০৮.১৮.৫০—ব্রাজিল-এ ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস-এ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি নতুন বাণিজ্যিক উইং সৃজন করা হলো।

০২। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
উপসচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন–৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪৩২/১৬ জুন ২০২৫

নং ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০০৮.২১–১৩৫—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার, সদর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, হাতিয়া, নোয়াখালী) হিসেবে কর্মকালে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দকৃত ২৮টি খাত থেকে ১,৫৪,১৯,৭০০/- (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনিশ হাজার সাতশত) টাকা আত্মসাৎ করেছেন মর্মে নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রমাণিত হয়েছে;

০২। যেহেতু, সমাজসেবা অধিদফতরের ১৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের ৪১.০১.০০০০.০০৮.১৯.০০৬.১২.৪৯ নম্বর স্মারকে সমাজসেবা অফিসার (সংযুক্ত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা), সদর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকায় বদলি করা হলেও তিনি (জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম) বদলিকৃত কর্মস্থলে ০১ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত যোগদান না করে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

০৩। যেহেতু, তিনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করেছেন;

০৪। যেহেতু, অসদাচরণ, পলায়ন ও দুর্নীতিপরায়ণ এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ১১/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় (স্মারক-৭৯, তারিখ ০৩ জুন ২০২১);

০৫। যেহেতু, ১১/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী অনুযায়ী তিনি (জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম) জবাব দাখিল না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান খান, এনডিসি, যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় (স্মারক নম্বর: ৮৮, তারিখ: ১৭ এপ্রিল ২০২২);

০৬। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্যকরতঃ বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করা, কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ৬০ দিনের বেশি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা এবং ১,৫৪,১৯,৭০০/- (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনিশ হাজার সাতশত) টাকা আত্মসাতের অভিযোগে "অসদাচরণ, পলায়ন ও দুর্নীতিপরায়ণ" এর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

০৭। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার, সদর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, হাতিয়া, নোয়াখালী)–কে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় (স্মারক-৩০২, তারিখ: ০১ নভেম্বর ২০২২)। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

০৮। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার, সদর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, হাতিয়া, নোয়াখালী)–কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৪ (৩) (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" দণ্ডারোপ প্রদান করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক একমত পোষণ করা হয়েছে (স্মারক-১২, তারিখ: ২১ মার্চ ২০২৩) (শাখায় প্রাপ্তি তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৪);

০৯। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার, সদর কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা (সাবেক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, হাতিয়া, নোয়াখালী)–এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১১/২০১ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩(খ), ৩(গ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ, পলায়ন ও দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

১০। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মহিউদ্দিন
সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সিএ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/০৪ জুন ২০২৫

নং ৩০.০০.০০০০.০১৪.২৪.০০১.২০২০–১৯০—জনস্বার্থে এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর সুপারিশের আলোকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের দুইটি Boeing 737-800 (রেজি. নং S2-AEQ এবং S2-AEW) উড়োজাহাজ Re-delivery/C Check যথাসময়ে সম্পন্ন করার নিমিত্ত বুলগেরিয়ার সোফিয়া এবং হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে অবস্থিত Lufthansa Technik এর অনুকূলে ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪৪(১) এর বিধানমতে CAR, 1984 এর Rule 190 (3 & 4) এর অব্যাহতি (Exemption) ভবিষ্যতে নজির হিসেবে বিবেচনা না করার শর্তে নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছাঃ শাকিলা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৪ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ০৩ আষাঢ় ১৪৩২/১৭ জুন ২০২৫

নং ২৩.০০.০০০০.১৪০.১৯.১৮৬.২০–১৫০—রাশিয়ার মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিরক্ষা শাখায় জেসিও (করণিক) হিসেবে কর্মরত বিডি/৪৬৫৮৮৬ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ শরীফ হোসেন, সেক এসি (এ)-এর ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে জন্মগ্রহণকারী দ্বিতীয় সন্তান "SAFWAAN SHARIF SHAYAN" (সাফওয়ান শরীফ শায়ান)-এর নাম পরিবারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৪ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৮.০০.০০০০.০০০.০০১.১৮.০০০৭.১৭.৫২৪—প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ভোগকৃত ছুটি/অনুপস্থিতি ০১-০২-২০২০ হতে ৩১-০১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত একাদিক্রমে ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হলেও কর্মস্থলে যোগদান না করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুল, পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ (৪) অনুযায়ী তার চাকরি অবসান করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শামছুল আরিফ
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/ ২১ মে ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১০৬.২০২৫–৩১৫—যেহেতু, জনাব মোঃ হিপজুর আলম মুন্সী, (বিপি-৭৪০২০৭২৬০২) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সাবেক অফিসার ইনচার্জ, গোদাগাড়ী মডেল থানা, রাজশাহী জেলা এবং বর্তমানে সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত, তিনি ইতোপূর্বে অফিসার ইনচার্জ, গোদাগাড়ী মডেল থানা, রাজশাহী জেলায় কর্মকালীন ০৬-০৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ০২.২০ ঘটিকার সময় তার অধিনস্থ এসআই জনাব মোঃ নাইমুল হক ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ টহল পার্টির মাধ্যমে মোঃ মোশারফ হোসেন (৪০)-কে গোদাগাড়ী থানাধীন হলের মোড় নামক স্থান হতে মাদক সেবন করে মাতলামির অভিযোগে ধৃত করে থানায় এনে আটকের পর আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ করে দীর্ঘ ১০ ঘন্টা বিলম্বে স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকের নিকট শারীরিক পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করে। মাদক সেবনের অভিযোগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯৯০ খ্রিঃ ২২(ঘ) অথবা ২৬ ধারায় নিয়মিত মামলা রুজুর বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও কম শাস্তির মাধ্যমে সহজেই আদালত হতে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ রেখে টহল দলের অপর সদস্য এএসআই/৪৫৬ মোঃ রেজেক আলীর মাধ্যমে পুলিশ আইনের ৩৪ (৬) ধারা মোতাবেক গোদাগাড়ী মডেল থানার ননএফআইআর প্রসিকিউশন নং-৬৫, তাং-০৬-০৮-২০১৭ মূলে আদালতে প্রেরণ করেন। প্রস্তুতকৃত ননএফআইআর প্রসিকিউশনে জনদূর্ভোগের অভিযোগ আণয়ন করা হলেও জনদূর্ভোগের শিকার কোনো ব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ সাক্ষীর নাম প্রসিকিউশনে উল্লেখ না থাকা সসত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ প্রসিকিউশনটির বিষয়ে অধঃস্তন অফিসারের কার্যক্রম তদারকি না করে এবং কোন দিক নির্দেশনা প্রদান না করেই অগ্রগামী করে আদালতে প্রেরণ করেন। তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪ (৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ২১-০৫-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ডে মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ হিপজুর আলম মুন্সী, (বিপি-৭৪০২০৭২৬০২) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সাবেক অফিসার ইনচার্জ, গোদাগাড়ী মডেল থানা, রাজশাহী জেলা এবং বর্তমানে সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩)(ক) মোতাবেক 'গুরুদণ্ড' হিসেবে "৩ (তিন) বছরের জন্য "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১০৭.২০২৫–৩২৪—যেহেতু, জনাব অশোক কুমার চৌহান, (বিপি-৭৬০১০৬৬৮৯৬), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি, নরসিংদী জেলায় কর্মরত। তিনি ইতোঃপুর্বে অফিসার ইনচার্জ, হিসেবে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানায় কর্মরত থাকাকালে গত ২৯-০৮-২০২০ খ্রিঃ বিকাল আনুমানিক ১৭.৩০ ঘটিকার সময় এটিএসআই/৫৯০ মোঃ কবিরুল ইসলাম এর বসত বাড়ীর গেট ভেঙ্গে মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন (৫৭), পিতা-মৃত আকাম উদ্দিন, সাং-শাল্টি মুরাদপুর, থানা-নবাবগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর গং বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে তার বাবা-মা, চাচা-চাচীকে মারধর করে আহত করে। এটিএসআই/৫৯০ মোঃ কবিরুল ইসলাম এই সংবাদ পেয়ে ৩০-০৮-২০২০ খ্রিঃ ০৫ (পাঁচ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটিতে নিজ বাড়ীতে গিয়ে দেখেন যে, তার বাবা-মা, চাচা-চাচী থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক এরূপ গুরুত্বর ধর্তব্য অপরাধের সংবাদ পাওয়ার পর মামলা রুজু না করে ঘটনাটি যাচাইয়ের জন্য এসআই (নিরস্ত্র) মশিউর রহমানকে দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত এসআই থানায় হাজির হয়ে এটিএসআই মোঃ কবিরুল ইসলাম এর পিতার দায়েরকৃত এজহারের ঘটনা ধর্তব্য অপরাধের ঘটনা হিসেবে তাকে অবহিত করেন। তিনি অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ধর্তব্য অপরাধের মামলা না নিয়ে থানার গোলঘরে উভয় পক্ষকে মীমাংসা করানোর চেষ্টা করেন। থানার গোলঘরে যখন উভয় পক্ষকে মীমাংসা করানোর চেষ্টা করা হয় তখন তিনি তার অফিস কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এসআই মোঃ মশিউর রহমানের নিকট ধর্তব্য অপরাধের ঘটনাটি জানার পরেও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বাদীর দাখিলকৃত এজাহার নিয়মিত মামলা রুজু না করে উক্ত এসআই'র সাথে যোগসাজসে থানার গোলঘরে বাদী ও বিবাদীদের সালিশের মাধ্যমে আপোষ করতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন, যা থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে মোটেই কাম্য নয়।তিনি গত ০২-০৯-২০২০ খ্রিঃ থানায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন এসআই মশিউর রহমানের উপস্থিতিতে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। সালিশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিবাদী নাজিম উদ্দিন গং আহতদের চিকিৎসা বাবদ ১৮ হাজার টাকা দুই কিস্তিতে এসআই মশিউর রহমানের নিকট জমা দেন কিন্তু এসআই মশিউর রহমান উক্ত টাকা এটিএসআই মোঃ কবিরুল ইসলাম এর পিতা আহমদ আলী বা আহতদের মধ্যে কাউকে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন। তিনি থানায় উপস্থিত থাকার পরেও তার অধীনস্থ এসআই'র এহেন অবৈধ কার্যকালাপের বিষয়ে নিজে কোনো ব্যবস্থা নেননি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও অবহিত করেননি। তিনি এসআই মোঃ মশিউর রহমান এর যোগসাজসে এরূপ অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ায় জনসম্মুখে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ায় অসদাচরণের প্রমাণিত অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২) (ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" এর আদেশ প্রদান হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২১-০৫-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত আভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব অশোক কুমার চৌহান, (বিপি-৭৬০১০৬৬৮৯৬), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সাবেক অফিসার ইনচার্জ, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানা, বর্তমানে সিআইডি, নরসিংদী জেলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২) (ক) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" দণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১০৮.২০২৫–৩২৫—যেহেতু, জনাব মোছাঃ ফেরদৌস খাতুন, কোম্পানি কমান্ডার, ০২ মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর ইতঃপূর্বে উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ এ কর্মরত থাকাকালে জনাব তাজ সুলতানা বেগম, উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষিকা, এবং জনাব শেখ মাজহারুল ইসলাম, উপজেলা প্রশিক্ষক, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ এর স্বাক্ষর জালিয়াতি করে টিএ বিলের ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা উত্তোলন করেন এবং অভিযোগ তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় উত্তোলিত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করেন। গত ২৫-০৬-২০২৩ তারিখ সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট, মানিকগঞ্জ মোবাইলের মাধ্যমে তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তার অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি দাপ্তরিক কাজে অবহেলা এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকাসহ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার আদেশ অমান্য করেছেন। তার এহেন কার্যকালাপ দুর্নীতিপরায়ণতা ও অসদারচণের শামিল হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" এর আদেশ প্রদান হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২১-০৫-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তাকে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্ত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মোছাঃ ফেরদৌস খাতুন, কোম্পানি কমান্ডার, ০২ মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর ও সাবেক উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ-কে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(খ) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" এর আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৮.২০২৫–৩২৬—যেহেতু, জনাব ওয়ালিদুল ইসলাম (বিপি-৯২২১২৩৭৭৬০), সহকারী পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, খুলনা হতে এসএসএফ-এ কর্মরত। তিনি ইতোপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, ১৬ এপিবিএন, কক্সবাজার হিসাবে ০৪-০৯-২০২৩ হতে ১৭-০১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে ২৯-১২-২০২৩ তারিখ সঙ্গীয় কনস্টেবল মোঃ জহির উদ্দিন ও কনস্টেবল মোঃ আব্দুর রহমানকে নিয়ে আকিজ ওয়াইল্ড লাইফ ফার্ম লিমিটেড, ঘুমধুম, নাইক্ষ্যংছড়িতে যান। সেখানে উক্ত ফার্মের ম্যানেজারের ফোন নম্বর চাওয়াকে কেন্দ্র করে তিনি ফার্মের হিসাবরক্ষক জীবন খানের সাথে বাকবিতন্ডার একপর্যায়ে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কিতে লিপ্ত হন এবং তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির এক পর্যায়ে উক্ত ফার্মের হিসাবরক্ষক জীবন খান দৌড়ে ফার্মের ভিতরের দিকে চলে যেতে থাকলে তিনি এবং সঙ্গীয় কনস্টেবল মোঃ জহির উদ্দিন দৌড়ে গিয়ে তাকে আটকান এবং পুনরায় হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কিতে লিপ্ত হন। পরবর্তীতে ঘুমধুম পুলিশ তদন্তকেন্দ্রে কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র) ধর্মজিৎ সিংহ ঘটনাস্থলে এসে উভয় পক্ষকে নিবৃত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। অতঃপর উক্ত ফার্মে কর্মরত সাক্ষী মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া ও ঝুলন কান্তি দে হিসাবরক্ষক জীবন খানকে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উখিয়া, কক্সবাজার এ নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক তাকে Physical Assault জনিত কারণে ব্যাথার ঔষধ প্রেসক্রাইব করেন। তার উপরোক্ত কার্যকালাপের দরুন জনসম্মুখে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ও সুনাম চরমভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হয়ে তার এহেন অপেশাদার কার্যকালাপ অত্যন্ত গর্হিত ও বিভাগীয় নিয়ম শৃঙ্খলা পরিপন্থী; এবং

০২। যেহেতু, তার উপর্যুক্ত কার্যকালাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি মতে "অসদাচরণ" এর শামিল। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে ২১-০৫-২০২৫ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। কারণ দর্শানোর জবাব ও প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়া যায়; এবং

০৪। সেহেতু, জনাব ওয়ালিদুল ইসলাম (বিপি ৯২২১২৩৭৭৬০), সহকারী পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, খুলনা হতে এসএসএফ-এ কর্মরত ও সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, ১৬ এপিবিএন, কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাব, ব্যাক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি বিচার বিশ্লেষণ করে সার্বিক বিবেচনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে আনীত বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/ ০৩ জুন ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৯১.২০২৫–৩৩৯—যেহেতু, জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, পিপিএম (বিপি-৬৬৮৭০৩৮৫১০), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), গাজীপুর ইতোপূর্বে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত থাকার সময়ে তার বিরুদ্ধে অদক্ষতা, অসদাচরণ এবং দুর্নীতি সংক্রান্তে ১০টি অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু হয় আনীত ১০টি অভিযোগের মধ্যে ১০নং অভিযোগটি সার্বিকভাবে প্রমাণিত হয় মর্মে বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন। তিনি বালিয়াকান্দি থানায় কর্মরত থাকাকালীন মোসাঃ হেলেনা বেগম (১৪), পিতা-মজিবর রহমানকে হালিম দর্জি তার বাড়ীতে সেলাই শিখাতে আসলে ধর্ষণ করে। উক্ত ঘটনাটি ধামা চাপা দেয়ার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রকাশ্যে দিবালোকে অনুমান ১৫০ জনের উপস্থিতিতে সালিশ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উক্ত সালিশ বিচারে ধর্ষককে জরিমানা করে ধর্ষণের মত একটি গুরুতর ধর্তব্য অপরাধ নিস্পত্তি মোটেও আইনসংগত নয়। তিনি থানার অফিসার ইনচার্জের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকে থানা এলাকার এধরনের আইন বিরোধী কর্মকান্ড রহিত করতে পারেননি। তার পরোক্ষ সম্মতিক্রমে উহা সংঘটিত হয়েছে বলে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয়। পিআরবি ২০৫ প্রবিধান অনুযায়ী অফিসার ইনচার্জ তার দায়িত্বাধীন এলাকায় অপরাধ প্রতিরোধে সকল ঘটনার গোপন রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন এবং ব্যর্থতার জন্য দায়ী থাকবেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি নং-৩(ক) এর অধীনে অদক্ষতার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন। তার এহেন কার্যকালাপ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অবহেলা ও বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি নং-৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদন্ড হিসেবে "১ (এক) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী গত ২১-০৫-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, পিপিএম (বিপি-৬৬৮৭০৩৮৫১০), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), গাজীপুর সাবেক অফিসার ইনচার্জ, বালিয়াকান্দি থানা, রাজবাড়ী জেলা এর বিভাগীয় মামলা দীর্ঘ সাত বছর চলেছে, তার চাকরি আর এক মাস অবশিষ্ট আছে, তিনি শারীরিকভাবেও সুস্থ নন, ইত্যাদি সার্বিক বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত আভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, পিপিএম (বিপি-৬৬৮৭০৩৮৫১০), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), গাজীপুর সাবেক অফিসার ইনচার্জ, বালিয়াকান্দি থানা, রাজবাড়ী জেলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি নং-৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "১ (এক) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৯৭.২০২৫–৩৪০—যেহেতু, জনাব মোঃ আল মামুন, (বিপি-৭৭০০০১০৯০১), শহর ও যানবাহন পরিদর্শক, কেএমপি, খুলনা, ইতোপূর্বে ইনচার্জ হিসাবে পুলিশ রেশন স্টোর, পুলিশ লাইন্স, ঝালকাঠি-তে ০৭-০২-২০২০ হতে ২৩-০৫-২০২১ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। কর্মকালীন তিনি ২৫২টি আইডিতে ব্যক্তির নাম, বিপি নম্বর অথবা উভয়টিই পরিবর্তন করে নিষ্ক্রিয় আইডি কার্ড সক্রিয় করে ভুয়া রেশন কার্ড তৈরি করে রেশন বিতরন করেছেন। তিনি কার্ড নবায়ন করার ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই না করে পুরাতন কার্ড দেখে নতুন কার্ড ইস্যু করেছেন। তিনি সৃজনকৃত রেশন কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রে কোনো কার্ড কীভাবে কাকে বিতরণ করা হলো সে বিষয়ে কোনো রেজিস্টারে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে রেশন কার্ডে পুলিশ সুপারের স্বাক্ষর না নিয়ে নিজে স্বাক্ষর করেছেন ও রেশনের মালামাল বিতরণ করেছেন। অনেকগুলো ভুয়া রেশন কার্ডের মালামাল রেশন স্টোর থেকে একত্রে নিয়ে গেলেও কে কি নিয়ে যাচ্ছে কিংবা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তা তিনি তদারকি করেননি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে কোনো কিছু অবহিতও করেননি। তিনি প্রতি মাসে রেশন বিতরণ বিবরণিতে সৃজনকৃত ভূয়া রেশন কার্ডের বিপরীতে রেশন প্রদানের তথ্য সংযুক্ত করে প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। তার কর্তব্য-কর্মে অবহেলা ও অসর্তকতার কারণে উক্ত ভুয়া রেশন কার্ডসমূহের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ঝালকাঠি জেলা পুলিশ রেশন স্টোর হতে সরকারি রেশনের মালামাল তছরুপ হয়েছে। তাহার এহেন কার্যকালাপ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অবহেলা ও বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) (ক) মোতাবেক "গুরুদণ্ড" হিসেবে "০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী মূল বেতন গ্রেড-৯ হতে গ্রেড-১০ এ অবনমিতকরণ করা হয় এবং গ্রেড-১০ এর বেতন স্কেল (১৬,০০০-৩৮,৬৪০) এর সর্বনিম্ন ধাপ অর্থ্যাৎ ১৬,০০০/- মূল বেতন হিসেবে নির্ধারণের আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী গত ২১-০৫-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত আভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ আল মামুন, (বিপি-৭৭০০০১০৯০১), শহর ও যানবাহন পরিদর্শক, কেএমপি, খুলনা, ইনচার্জ হিসাবে পুলিশ রেশন স্টোর, পুলিশ লাইন্স, ঝালকাঠি-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) (ক) মোতাবেক "গুরুদণ্ড" হিসেবে "০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী মূল বেতন গ্রেড-৯ হতে গ্রেড-১০ এ অবনমিতকরণ করা হয় এবং গ্রেড-১০ এর বেতন স্কেল (১৬,০০০-৩৮,৬৪০) এর সর্বনিম্ন ধাপ অর্থ্যাৎ ১৬,০০০/- মূল বেতন হিসেবে নির্ধারণের দণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৫১৯—যেহেতু, জনাব মোঃ ইশতিয়াক আহমেদ পিপিএম, (বিপি-৮৫১৪১৬৬৩০৯) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুল (পিএসটিএস), বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর Memo No: Anto: Apo:Tri:-1/472/2025 Date: 28.04.2025 & ICT-BD Misc Case No. 05 of 2025 ওয়ারেন্ট মূলে ওসি ডিবি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স সহযোগে পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুল (পিএসটিএস), বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি হতে গত ২৮-০৪-২০২৫ তারিখ গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আইসিটি ট্রাইবুনাল-১ ঢাকায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে ডিবি, ডিএমপি, ঢাকায় প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ওয়ারেন্টে উল্লিখিত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গত ২৯-০৪-২০২৫ খ্রিঃ তাকে International Crimes Tribunal (ICT) এ সোপর্দ করা হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ ইশতিয়াক আহমেদ-কে সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯(২) ধারার বিধান অনুযায়ী ২৮-০৪-২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৫৬০—যেহেতু, জনাব এস.এম. আসিফ আল হাসান (বিপি-৯৩২১২৩৭৬৬৮), সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ রেঞ্জ অফিস, বর্তমানে পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী সুবর্না সুলতানা সুমি শাহজাহানপুর থানা, ডিএমপি, ঢাকায় মামলা নং-১, তারিখ: ০১-০১-২০২৫ খ্রি. ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১(ক) দায়ের করেন। তিনি উক্ত মামলায় গত ১৯-০১-২০২৫ খ্রি. মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ থেকে এবং ১৬-০২-২০২৫ খ্রি. বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল-৫ ঢাকা হতে জামিন লাভ করেন। বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ এর নোট ২ অনুসারে কোনো কর্মকর্তা আটক/গ্রেফতার হওয়ার দিন হতে সাময়িক বরখাস্ত মর্মে বিবেচিত হবেন। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ED (Reg.VII)/5-123/78-115 (500). Dated Dacca the 21st November, 1978 অনুযায়ী জামিন প্রাপ্ত কর্মকর্তা "Taken into Custody" মর্মে গণ্য হবেন।

সেহেতু, জনাব এস.এম. আসিফ আল হাসান (বিপি-৯৩২১২৩৭৬৬৮), সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ রেঞ্জ অফিস, বর্তমানে পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯(২) ধারার বিধান অনুযায়ী ১৯-০১-২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/০২ জুন ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২১.২৪–৭৯৮—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সীগঞ্জ-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে টংগিবাড়ী থানার মামলা নম্বর ০৩, তারিখ: ০৩-০৭-২০২৫ খ্রি. অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৯৫/২৯৫(ক)/১৫৩-ক ধারামতে মামলা দায়েরের লক্ষ্যে ফৌজধারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬(ক) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমতি (Consent) প্রদান করা হলো।

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/০৪ জুন ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৩.২৫–৮০১—বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া থানার মামলা নং-১২, তারিখ: ১৬-০৮-২০২৩ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬ (২) এর (ই)/৬/(২) এর (ঈ)/৬(২) এর (উ) /১০/১১/১২ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিচারাধীন আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য মর্মে অভিযোগপত্র দাখিলের নিমিত্ত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০২৫)-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৩.২৫–৮০২—বগুড়া জেলার সদর থানার মামলা নং-২৫, তারিখ: ০৯-১১-২০২৩ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬ (২) ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিচারাধীন আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য মর্মে অভিযোগপত্র দাখিলের নিমিত্ত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০২৫)-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৬.১৯–৮০৩—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে খালিশপুর থানার সাধারণ ডাইরী নম্বর ১১১০, তারিখ-২৩-০৪-২০২৫ খ্রি. অনুযায়ী রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: আবদুল হাই
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/০৪ জুন ২০২৫

নং **০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০২৬.২৩-৬০৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ সামিন সারোয়ার (পরিচিতি নং-১৮৭৮৬), সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-১ শাখার বিগত ১৬ মে ২০২৩ তারিখের ১৫২নং স্মারকের কার্যালয়, প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা এর ১৭ মে ২০২৩ তারিখের ১৫৯নং স্মারকমূলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোনা থেকে অবমুক্ত হয়ে কোনো দপ্তর/কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে বিনা অনুমতিতে দীর্ঘ ৮০ (আশি) দিন কর্ম হতে অনুপস্থিত থাকেন। তাঁর এহেন কার্যকলাপ চাকরির শৃঙ্খলার পরিপন্থি হওয়ায় জনাব মোঃ সামিন সারোয়ার (পরিচিতি নং-১৮৭৮৬)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয় এবং অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

২। যেহেতু, তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী জনাব মোসা: তাসলিমা আলী (পরিচিতি নং ১৬৫৭১), উপসচিব, সচিবালয় শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জনাব মোঃ সামিন সারোয়ার (পরিচিতি নং ১৮৭৮৬)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকতা জনাব মোঃ সামিন সারোয়ার (পরিচিতি নং-১৮৭৮৬)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর উপ-বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, জনাব মোঃ সামিন সারোয়ার (পরিচিতি নং-১৮৭৮৬), সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারে কার্যালয়, খুলনা- এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ সামিন সারোয়ার (পরিচিতি নং-১৮৭৮৬), সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' ও "পলায়ন" এর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তার **"বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ"** অর্থাৎ সহকারী কমিশনার/সহকারী সচিব পদের বেতন স্কেলের ৯ম গ্রেডে ২২০০০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ শীর্ষক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর জন্য কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০৩.১৭-২৭০**—আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ২৪ মার্চ ২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং: ৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০৩.১৭-১৫৬ এর মাধ্যমে গঠিত বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ বাংলাদেশে ফেরত আনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স সরকার নিম্নরূপে পুনর্গঠন করলো:

সভাপতি

(০১) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

সদস্যবৃন্দ

(০২) প্রধান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)
(০৩) জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
(০৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
(০৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
(০৬) আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
(০৭) দুর্নীতি দমন কমিশন-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
(০৮) অপরাধ তদন্ত বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
(০৯) এটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
(১০) কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
(১১) সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স সেল (সিইসি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(১২) বিএফআইইউ-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

খ) টাস্কফোর্স এর কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ হতে বিদেশে পাচারকৃত অর্থ বা সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও তদন্তে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা প্রদান;
- পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারে দায়েরকৃত মামলাসমূহের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা ও তা দূরীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ বাংলাদেশে ফেরত আনার উদ্যোগ গ্রহণ;
- জব্দ বা উদ্ধারকৃত সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশি, বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ, তথ্য আহরণ; এবং
- পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন।

গ) টাস্কফোর্স প্রয়োজনে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং কোনো দেশি-বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধি বা বিশেষজ্ঞকে সভায় উপস্থিত হওয়াসহ বিশেষজ্ঞ মতামত/পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ করতে পারবে।

ঘ) প্রধান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) টাস্কফোর্সের কার্যাবলি সমন্বয় করবেন এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) টাস্কফোর্সকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

ঙ) এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৫ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৯ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৪.১২৩**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুয়ায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	কৈকুড়ি	৯৯	২২৫০	২	পীরগাছা	রংপুর
০২	জানকীনাথপুর	১২৮	৫০২	১	মিঠাপুকুর	রংপুর
০৩	ধরণীবাড়ী	৯৪	২৬১৬	৩	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
০৪	খিতাব খাঁ	২৬	২১৮১	৬	রাজারহাট	কড়িগ্রাম
০৫	মেকুরতারি	৬৫	৭৬৪	১	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
০৬	ছাতনাই	০৬	১৭৯৫	৭	ডিমলা	নীলফামারী
০৭	বাবুর হাট	২৯	১৯৮৫	৯	ডিমলা	নীলফামারী
০৮	মাথাভাঙ্গা	৪৭	১১৬৫	১৩	জলঢাকা	নীলফামারী
০৯	ভাটী বোচাগাড়ী	১০৭	১৩২	৬	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০৯.২১.১২৪**—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুয়ায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষাণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পুর্ব্ব চকমথুরা	১০২	১২৯	০১	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
২	বৈকুণ্ঠপুর	১০৮	১৯৩	০১	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
৩	ভগলগাছি	১০৯	১৭১	০১	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
৪	পশ্চিম চকমথুরা	১১৩	২৯৬	০১	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
৫	সির্দ্ধিশী	১৫০	৩৪১	০১	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
৬	এনায়েতপুর	১৬২	৩১১	০১	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
৭	আরাজি সাহাপুর	১৫৩	১৩৬	০১	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
৮	আলোকঝাড়ী	০২	১৫২৩	০৫	খানসামা	দিনাজপুর
৯	মামুদপুর	৭২	৭৮৭	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১০	পাটাইকুড়ি	৯৬	২৯৫	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১১	পলাশডাঙ্গী	১১৩	২৮৬	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১২	কেশবপুর	১২০	১১১	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১৩	দক্ষিণ ভবানীপুর	১২৫	৩৩৪	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১৪	পাটুল	১২৬	৩৪০	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১৫	দক্ষিণ হজরতপুর	১৪৪	৩২৭	০১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
১৬	চৌঘরিয়া	৬১	৩২৮	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
১৭	সুন্দলপুর	১৩৯	৩০৯	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১৮	বলরামপুর	১৪২	২৮৩	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
১৯	বড় বালশিরা	১৬৯	৪৭০	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
২০	চক সুলবান	৪৫	৪৪৯	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
২১	পলিগঙ্গাপুর	৮৫	৫২২	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
২২	বাঁশবাড়িয়া	১৬২	২৬৫	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
২৩	চকবসন্ত	৯৮	৫৮১	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
২৪	বিশাগড়	১৫২	২৮০	০১	বিরামপুর	দিনাজপুর
২৫	জাহানপাড়া	৩২	২৮১	০১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২৬	মিলনপুর	৯৩	৭৯২	০৩	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২৭	দস্তমপুর	৩৫	৪৫৭	০১	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
২৮	মিনাপুর	৪৪	৩৫৩	০১	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
২৯	যদুয়ার	৩৩	৩০৭	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩০	হাটগাঁও	৭১	১০৯	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩১	অনন্তপুর	৭৯	৩২১	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩২	ভূকুরগাঁও	৮৩	২৪২	০১	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
৩৩	বালাবাড়ী	১৮	৪৮০	০২	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
৩৪	ডাবরভাঙ্গা খারিজা	৩৩	৩৫৭	০১	বোদা	পঞ্চগড়
৩৫	জোতময়রাম	১৩৬	১৭৯	০১	বোদা	পঞ্চগড়
৩৬	রতিরাম পাইকান	১৫১	১৩৭	০১	বোদা	পঞ্চগড়
৩৭	রামগোবিন্দ হিসাবিয়া	১৫৩	১৭১	০১	বোদা	পঞ্চগড়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
যুগ্মসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ২রা আষাঢ় ১৪৩২/১৬ জুন ২০২৫

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৩.২৪-১৫৭**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ মেহেদী হাসান, জন্ম তারিখ-২৫-০২-১৯৮৯ খ্রি., পিতা-মোঃ আমজাদ খান, মাতা-দেলোয়ারা বেগম, গ্রাম-ভরপাশা, ওয়ার্ড নং-০৭, ডাকঘর-সাহেবগঞ্জ, উপজেলা-বাকেরগঞ্জ, জেলা-বরিশাল।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি ধারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ পৌরসভার ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৩.২৪-১৫৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ সাইফুল্লাহ, জন্ম তারিখ-০১-০৩-১৯৯১ খ্রি., পিতা-আব্দুল আলী হাওলাদার, মাতা-জয়নব বেগম, গ্রাম-ভরপাশা, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর-সাহেবগঞ্জ, উপজেলা-বাকেরগঞ্জ, জেলা-বরিশাল।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি ধারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ পৌরসভার ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৫ আষাঢ় ১৪৩২/১৯ জুন ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০১৪.৯৯.০১০.১৫-৩৩৯**—Bangladesh Allocation Rules, 1982-এর ০৮ নম্বর বিধির ক্ষমতাবলে মিন্টো রোডস্থ ১০ নম্বর বাড়িটি মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুকূলে এতদ্বারা নির্দিষ্টকরণ (Earmark) করা হলো। নির্দিষ্টকৃত (Earmark) বাড়িটি গণপূর্ত অধিদপ্তর যথারীতি রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল
উপসচিব।

প্রশাসন অনুবিভাগ-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ আষাঢ় ১৪৩২/১৯ জুন ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০১৪.০০.০১০.১৫(অংশ).৩৪০**—অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে সরকারি কর্মচারীদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত এফ টাইপ ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের বাসার পানির বিল নিম্নরূপভাবে পুন:নির্ধারণ করা হলো:

ক্রম.	বাসার শ্রেণি	পুন:নির্ধারিত পানির বিলের হার (প্রতি মাসে)
(১)	'এফ'	৪৭০ টাকা
(২)	'সুপিরিয়র শ্রেণি'	৭০৬ টাকা

২। জনস্বর্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং ০১ জুলাই ২০২৫ তারিখ হতে এটি কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪৩২/১৬ জুন ২০২৫

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১৭.২৪-৭২**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মাহাবুবুল ইসলাম, জেলার (বর্তমানে উপ-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পদায়নকৃত) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে গত ১২-০৫-২০২৪ তারিখ জেলার পদে যোগদান করেন । তিনি সিনিয়র জেল সুপারকে টেলিফোনে গত ০৩-০৮-২০২৪ খ্রি. তারিখে রাত ১১:১৭ ঘটিকায় জানান অতি জরুরি পারিবারিক সমস্যার কারণে মধ্যরাতে কর্মস্থল ত্যাগ করবেন এবং পরবর্তী দিন পূর্বাহ্নে কাজে যোগদান করবেন;

যেহেতু, তিনি পরবর্তী দিন অর্থাৎ গত ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান না করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে ০৬-০৮-২০২৪ তারিখ শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে ০৩(তিন) মাসের অর্জিত ছুটি চেয়ে ডাক যোগে একটি আবেদন সিনিয়র জেল সুপার বরাবর প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে (০১৭৬৫-৫৪১৩১৬) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার (চ:দা) কর্তৃক একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও মোবাইল নম্বর বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা যায় নি;

যেহেতু, কারা অধিদপ্তরের গত ২৯-০৮-২০২৪ খ্রি. তারিখের ৫৮.০৪.০০০০.০২২.১২.০১৮.২০২৪-৩৯১ সংখ্যক স্মারকমূলে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য তার স্থায়ী ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করা হয় এবং কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের গত ২১.১০.২০২৪ ও ০২.১১.২০২৪ তারিখের জারীকৃত আদেশমূলে তাকে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলেও তিনি তা প্রতিপালন করেন নি;

যেহেতু, তার উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি চাকুরি শৃঙ্খলার জন্য হানিকর আচরণ এবং আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে সরকারের আদেশ এবং নির্দেশ লংঘন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং তার এহেন 'অনুপস্থিতি' সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর শামিল এবং দণ্ডনীয় অপরাধ;

যেহেতু, তার উর্পযুক্ত কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং 'পলায়ন'-এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ১৬/২০২৪ রুজুপূর্বক গত ০৪-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬. ২৭.০১৭.২৪-৩৩০ সংখ্যক স্মারকমূলে তার স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হলো;

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেননি এবং মামলাটি তদন্তের জন্য গত ০২-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক তদন্ত সম্পন্ন করে গত ১০-০২-২০২৫ খ্রি. তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, এর ৩ (খ) ও ৩ (গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, তথ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪ (৩) (ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে গত ১৩-০২-২০২৫ খ্রি: তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং গুরুদণ্ড আরোপের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রেখে একই বিধিমালার ৭ (১০) বিধি মোতাবেক গত ০৯-০৩-২০২৫ খ্রি: তারিখে তাকে সরকারি 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়কে অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন তাকে 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের পরামর্শ প্রদান করেছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪ (৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ মাহাবুবুল ইসলাম, জেলার (বর্তমানে উপ-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পদায়নকৃত) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার- কে সরকারি 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ আষাঢ় ১৪৩২/১৫ জুন ২০২৫

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০২.২৫-৯৭**—যেহেতু, ডাঃ রিপন দাস, বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা, লালমনিরহাট (চ.দা.) পদে বদলির আদেশাধীন প্রাক্তন বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা, ঢাকা (চ.দা.), বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ১৪-০৮-২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় অর্থাৎ অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে দাপ্তরিক কাজকর্মে উদাসীনতা ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করেছেন, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন" (Desertion) এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী পলায়নের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪ (৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক কেন 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ' কিংবা অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য স্মারক নং-৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০২.২৫-৩৩, তারিখ: ১১-০২-২০২৫ খ্রি. মূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তার দাপ্তরিক ও স্থায়ী ঠিকানায় সরকারি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় এবং তার ব্যক্তিগত WhatsApp-এ প্রেরণ করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানতে চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, তিনি WhatsApp-এর মাধ্যমে প্রেরিত জবাবে ব্যক্তিগত শুনানির বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নি এবং বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত কানাডা- তে অবস্থান করছেন মর্মে উল্লেখ করেন। ফলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠ তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই বিদেশে (কানাডা) গমন, অবস্থান ও আনীত পলায়নের (Desertion) অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেছেন; এবং

যেহেতু, নথিপত্র পর্যালোচনায় এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের আলোকে বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী পলায়নের (Desertion) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ার এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কমিশন গুরুদণ্ড আরোপের বিয়ে একমত পোষণ করে মর্মে পাবলিক সার্ভিস কমিশন হতে মতামত প্রদান করা হয়।

সেহেতু, ডাঃ রিপন দাস, বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা, লালমনিরহাট (চ.দা.) পদে বদলির আদেশাধীন প্রাক্তন বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা (চ.দা.), বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতাল, কমলাপুর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ১৪.০৮.২০২৪ খ্রি. হতে তাকে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

মো: ফাহিমুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ আষাঢ় ১৪৩২/১৮ জুন ২০২৫

নং **৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০৩.২৪-৯৯**—যেহেতু, জনাব মোঃ বেলাল হোসেন সরকার, প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম (চ.দা.) [প্রাক্তন সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (পশ্চিম), রাজশাহী] পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন ক্রয়কার্যে অনিয়মের প্রাথমিক সত্যতা থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩ (ঘ) উপ-বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচারণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়; এবং

যেহেতু, মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক বাজারদর অপেক্ষা অধিক দর দেখিয়ে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দর সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি তা যাচাই না করে অনুমোদন করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা OTM পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও LTM পদ্ধতিতে ক্রয় করেন এবং LTM পদ্ধতিতে মালামাল ক্রয়ের টেন্ডার নোটিশটি কেবল FA & CAO (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে কে এবং মেসার্স আলমগীর ট্রেডার্স, মোঃ আনোয়ার হোসেন রাজা, মেসার্স শাহ রুপস ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স আশা এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স জীবন এন্টারপ্রাইজ এবং মোঃ দিয়ারুল ইসলাম নামীয় রাজশাহী মহানগরের ৬টি প্রতিষ্ঠান- কে কপি দেখিয়ে টেন্ডার নোটিশ জারি করেন এবং তালিকাভুক্ত ১৭৯ জন ঠিকাদারের অবশিষ্ট ১৭৩ জন কে কিংবা বাংলাদেশ রেলওয়ের স্থানীয় অন্য কোনো দপ্তরে টেন্ডার নোটিশের কপি দেননি; এমনকি নিজ দপ্তরে বা অন্য কোনো দপ্তরের নেটিশ বোর্ডেও নোটিশসমূহ প্রকাশ/প্রচার করেননি; এবং

যেহেতু, তিনি টেন্ডারকারী তথা HOPE হিসেবে টেন্ডার/চুক্তির শর্ত মোতাবেক পণ্য বিশেষত আসবাবপত্র (সোফাসেট ও স্টিলের চেয়ার) মানসম্মতভাবে গ্রহণ নিশ্চিতকরণে কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করেননি; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক দলিলাদি পর্যালোচনায় এবং ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে আনীত অভিযোগ গুরুতর প্রকৃতির মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ (২) (খ) মোতাবেক বিষয়টি তদন্তের জন্য জনাব আ. স. ম আশরাফুল আলম, অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন যুগ্মসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়) কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হলেও টেন্ডারকারী তথা HOPE হিসেবে তার দায়িত্বহীন আচরণ ও অবহেলার কারণে টেন্ডার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকেও দায়িত্ব অবহেলা হেতু সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে আইন অনুসরণ করা হয়নি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী 'কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন' যা 'অসদাচরণ' এর শামিল; এবং

যেহেতু, নথিপত্র পর্যালোচনায় এবং তদন্ত প্রতিবেদনের প্রদত্ত মতামতের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তাকে "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবতী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ বেলাল হোসেন সরকার, প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম (চ.দা) [প্রাক্তন সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (পশ্চিম), রাজশাহী] কে তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধিমতে "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি স্থগিতকৃত বর্ধিত বেতনের বকেয়া প্রাপ্ত হবেন না, ০১ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২য় বছর হতে বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: ফাহিমুল ইসলাম
সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১১ অধিশাখা (বায়োটেকনোলজি সেল ও এনআইবি)

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ০৩ আষাঢ় ১৪৩২/১৭ জুন ২০২৫

নং **৩৯.০০.০০০০.০২৫.০৬.০০১.২১.৮০**—'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০' (২০১০ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা-৬ এর উপধারা (১) মোতাবেক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এর পরিচালনা বোর্ড নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলোঃ

সভাপতি

(ক) সিনিয়র সচিব/সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(খ) (i) যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(ii) যুগ্মসচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(iii) যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

(iv) যুগ্মসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(v) যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(vi) যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

(vii) যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(viii) যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(ix) যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

(গ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

(ঘ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

(ঙ) অধ্যাপক ড. জেসমিন, জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(চ) প্রফেসর ড. মোঃ মুনির হোসেন, পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(ছ) (i) ড. মোঃ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আখন্দ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), গাজীপুর

(ii) ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি). গাজীপুর

(iii) ড. মোঃ আব্দুল করিম, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সদস্য-সচিব

(জ) মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি

২। পরিচালনা বোর্ড ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০-এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।

৩। মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ হতে ৩(তিন) বছর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রবিউল ইসলাম
উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ০৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০০৯.২৪-২৭৯**—যেহেতু, জনাব জেবা ফারাহ, শিক্ষা অফিসার , বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিগত ১১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ১৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় এবং ই-মেইল যোগে প্রেরণ করে জবাব দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তার নিকট হতে জবাব পাওয়া না যাওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং নথি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তার কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় এবং ই-মেইল যোগে প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে কোনো জবাব না পাওয়ায় ২য় কারণ দর্শানো নোটিশটি 'দৈনিক ইনকিলাব' এবং "THE NEW NATION' পত্রিকায় ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশ করা হলেও তার নিকট হতে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ১১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত/পরামর্শ চাওয়া হলে এ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করে;

সেহেতু, জনাব জেবা ফারাহ, শিক্ষা অফিসার, উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (ঘ) মোতাবেক অননুমোদিতভাবে তার কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ১১ অক্টোবর ২০২৩ থেকে **'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ০৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৯ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৭.০০.০০০০.০৯২.১৫.০০৯.২৩-৬০৬**—খুলনা জেলার খালিশপুর উপজেলাধীন 'প্লাটিনাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়' টি ১৯ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ/০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ হতে 'প্লাটিনাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়' নামে সরকারি করা হলো।

২। প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হবে।

৩। আত্তীকৃত শিক্ষক/কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য হবে না।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯২.১৫.০০৩.২৩-৬০৪—নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন 'ইউ. এম. সি. আদর্শ বিদ্যালয়' টি ১৯ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ/০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ হতে 'ইউ. এম. সি. সরকারি আদর্শ বিদ্যালয়' নামে সরকারি করা হলো।

২। প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হবে।

৩। আত্তীকৃত শিক্ষক/কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য হবে না।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছাঃ রেবেকা সুলতানা
উপসচিব।